38

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...23 MAY 1997
পৃষ্ঠা: 24 কলাম 6

পাবলিক লাইব্রেরি

খেনচান

শাহবাগ মোড়ে অবস্থিত পাবলিক লাইব্রেরি। এ লাইব্রেরি সবার জন্য উন্মুক্ত। এখানে টাকা-পয়সার কোন বালাই নেই। তাই কার্ড-এর কোন সিস্টেমও নেই। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শুধুমাত্র শুক্রবার ছাড়া। পাবলিক লাইব্রেরি বহন করে আছে বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার। জানা যাক পাবলিক লাইব্রেরির কথা।

এক, দুই ও তিনতলা জুড়ে শুধু বই আর বই। দোতলা ও তিনতলা সাধারণত বড়দের জন্য। আর শিশুদের জন্য শুধুমাত্র নিচের বড় রুমটি। পাবলিক লাইব্রেরিতে এসে তাই বড় থেকে শিশুরাও সমান স্বচ্ছন্দ্যবোধ করে। এর অনেক কারণও রয়েছে।

হালকা কিছু নিয়ম ঃ প্রতিটি লাইব্রেরিতে সাধারণত নিয়ম থাকে বড় ব্যাগ অথবা বড় কিছু হাতে নিয়ে ঢোকা যাবে না। এ লাইব্রেরিও সেটা থেকে ব্যতিক্রম নয়। প্রতিটি রুমের সামনেই নির্দিষ্ট কাউন্টার রয়েছে। কাউন্টারে ব্যাগ জমা দিয়ে টোকেন সংগ্রহ করতে হবে। সে টোকেন পুনরায় ব্যাগ নিতে সাহায্য করে। আবার প্রতিটি রুমেই ক্যাটালগ বক্স রয়েছে। যদিও অনুসন্ধানে সব ব্যাপারে খোঁজ নেয়া যায়। তবে বিশেষ কোন বই খুঁজে না পাওয়া গেলে ক্যাটালগ সেক্ষেত্রে সাহায্য করে থাকে।

বই এর ধরন ঃ পাবলিক লাইব্রেরিতে সব ধরনের বই পাওয়া যায়। প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজারের মত বই রয়েছে। আর ২৬০/২৭০টি ম্যাগাজিনতো রয়েছেই। তাছাড়াও রয়েছে বিশ্ব শিক্ষা সম্পর্কীয় ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের বই। ইংরেজি, কম্পিউটার ও সাহিত্যের বইও রয়েছে অসংখ্য। সব ধরনের লেখকের উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি রয়েছে। দোতলার ঘরটি সাধারণের পাঠক কক্ষ হিসেবে বিবেচিত। এ কক্ষটিতে বিজ্ঞান অনুপস্থিত। কেননা বিজ্ঞান ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার জন্য তিনতলা রুমটি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তাই তিনতলাতে বিজ্ঞানের সব ধরনের বই পাবেন। আর বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যসকল বই দোতলায় পাওয়া যাবে অতি সহজে।

বই নেয়ার নিয়ম ঃ যেখানে কার্ড-এর কোন নিয়ম নেই- সেখানে বই নেয়ার কোন নিয়ম থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। তাই শিশুদের কক্ষ ছাড়া এই দোতলা ও তিনতলা থেকে কোন বই বাসায় নেয়া সম্ভব নয়। তবে একজন পাঠক দরকারে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এ লাইব্রেরিতে বসে তার কাজ সমাধা করতে পারবেন। আর দরকার হলেতো ফটোকপিও করে নেয়া যায়। লাইব্রেরির একমাত্র ফটোকপি মেশিনটি রয়েছে তিনতলাতে। যে কেউ তার প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলো এখান থেকে ফটোকপি করে নিয়ে যেতে পারে। ফটোকপির চার্জ প্রতিপৃষ্ঠা মাত্র ৭৫ পয়সা।

বই চুরি হলে শাস্তি ঃ বই চুরি হলে অবশ্যই শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। অনেক সময় কারো চোখ কাটিয়ে চুরি করলেও যদি ধরা পড়ে যায় তবে তার শাস্তি অনিবার্য। এ যাবৎ এ রকম অনেকেই শাস্তি পেয়েছে। এক বছর পর্যন্ত জেল খেটেছে এমন ইতিহাসও এখানে রয়েছে। উর্ধ্বে ২ বছর পর্যন্ত। সাধারণত দু'এক সপ্তাহ তাকে থানায় থাকতে হয়।

শিশু কথা ঃ শিশুদের সব ধরনের বই নিয়েই এ কক্ষটি সাজানো হয়েছে। শিশুদের ক্ষেত্রে একটা ফরম পূরণের নিয়ম রয়েছে। এই ফরম এর জন্য কোন টাকা দিতে হয় না। তবে জামানত হিসেবে ১০০ টাকা করে দিতে হয়। এই ফরমের মাধ্যমেই শিশুরা লাইব্রেরি থেকে বই নিতে পারে। প্রতি বছর তাদের সংগ্রহ করার টিকেট (বই নেয়ার জন্য) পরিবর্তন করতে হয়। বাচ্চাদের এ রুমটি সকাল ১০.৩০ মি. থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সাধারণত ৬ থেকে ১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের এখানে সদস্য করা হয়।

শিশুদের বিশেষ সুযোগ রয়েছে খেলাধুলার। শিশুরা এ লাইব্রেরিতে বসে কেরাম, মনোপলি, দাবা, পিনবোর্ড, ফিসিং গেইম, খেলার পৃথিবীসহ বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা করতে পারে। শিশুরাও বিভিন্ন বই তিনতলা থেকে ফটোকপি করে নিতে পারে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ঃ পাবলিক লাইব্রেরির অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। বইয়ের পরিমাণ ১ লাখ ৩০ হাজারকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন। যে বিষয়গুলোর বই পরিমাণে কম সেসব বিষয়ের বই বাড়ানোর জন্যও কর্তৃপক্ষ চিন্তা করছেন।